

সেশন পাতা, ছায়া আর আকার

এই সংস্করণ সম্পর্কে। এই সংস্করণটি ইংরেজি প্যাক থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে। এতে ভুল থাকতে পারে। কিছু ঠিক করা দরকার মনে হলে, বা অন্যভাবে বলা দরকার মনে হলে hello@potnis.org-এ লিখুন — আমরা তা ঠিক করে দেব।

About this edition. This edition was translated from the English pack with AI. It may contain mistakes. Write to hello@potnis.org if something should be fixed or said differently — we will update it.

লক্ষ্য। প্রতিটি মেয়ে ছায়া কেমন করে বদলায় তা খেয়াল করে, আর যা দেখল তা দুবার আঁকে।

শুরুর আগে

- আগেই আলো খুঁজে নিন: রোদ পড়া জানলা, খোলা দরজা, বা একটি বাতি। **আলো নেই? অন্য প্যাক চালান।**
- একটি আলোয় বারো জনের মতো হয়; একবারে দুটি জোড়া। বাতি পিছনে, তার নিচে গাঁজা।
- প্রতিটি জায়গায়: পাতা ক আর খ, পেনসিল, আর দাঁড় করানোর একটি জিনিস — নিজের হাতও চলে।
- সবার সামনে লিখে রাখুন: আগে। পরে। বড়। ছোট। সমান।

ঘড়ি, 45 মিনিট

- 0–5: আলো খোঁজা
- 5–16: ছায়া বানিয়ে তার চারপাশ আঁকা
- 16–28: একটি জিনিস বদলানো
- 28–38: দ্বিতীয়বার আঁকা
- 38–45: কী বদলাল বলা, আর শেষ

30 মিনিটে: 3, 11, 19, 26, 30। 60 মিনিটে: 6, 20, 34, 48, 60 (পাতা খ-তে আরও একটি বদল)।

আপনি যা করবেন

1. আলো আর দেওয়ালের মাঝে দাঁড়ান: "ওই কালো আকারটি কী?" বলুন: আলো আটকালেই ছায়া।
2. জোড়ায় বসান, আর আলো দেখা যায় এমন জায়গায় পাঠান।
3. একজন জিনিসটি স্থির ধরে, ছায়া পাতা ক-তে পড়ে; অন্যজন ধার ধরে আঁকে।
4. ঘরে ঘুরে প্রতিটি জোড়ার কাছে যান, কাগজ চেপে ধরুন। তারপর বদল করুন।
5. ঘর থামান: "একটি জিনিস বদলাও — কাছে আনো, বা ঘুরিয়ে দাও। একটিই।" নতুন ছায়া পাতা খ-তে।
6. প্রত্যেকে পাতা ক পাতা খ-র পাশে রেখে জোরে বলে কী আলাদা।
7. তিনটি শব্দ জোরে পড়ুন, প্রত্যেকে পাতা খ-তে গোল করুক: বড়, ছোট, সমান।
8. গোল ধরে প্রত্যেকে একটি সত্যি বাক্য বলে: "কাছে এনেছিলাম, ছায়া বড় হয়েছে।" শেষে একটি জিনিস তুলে ধরুন — দেখানোর আগে ঘর ছায়ার আকার আন্দাজ করুক।

এগুলি লক্ষ করুন

1. কোনও মেয়ে ভেবে একটি জিনিস বদলায়, আর কোনটি বদলেছে সেটি বলতে পারে।
2. তার দুটি পাতা পাশাপাশি, আর দুটি ছায়ার দাগ মাপে বা আকারে এক নয়।
3. দেখার আগেই কোনও মেয়ে বলে দেয় "বড় হবে", তারপর নিজেই মিলিয়ে দেখে।

যেখানে আটকে যায়। ছায়া নড়ে, কারণ ধরা হাতটি নড়ছে। কবজি রাখার কিছু দিন।

CC BY 4.0 · Potnis Family / potnis.org

শিক্ষার্থীদের পাতা, ছায়া আর আকার

পাতা ক, আমার প্রথম ছায়া

প্রতিটি মেয়ের জন্য একটি কপি

নাম: _____ তারিখ: _____

আগে। আলোয় নিজের জিনিসটি স্থির ধরে রাখো, যাতে তার ছায়া ঘরের ভিতরে পড়ে। তোমার সঙ্গী ছায়ার ধার ধরে আঁকে। তারপর বদল করো।

ছায়ার ধার ধরে আঁকো

এই ছায়াটি কী দিয়ে হল? আঁকতে পারো, লিখতেও পারো।

আলো কোথায় ছিল? তোমার দলনেত্রী এই শব্দগুলি পড়ে শোনাবেন। একটিতে চিহ্ন দাও।

☐

জানলা

☐

দরজা

☐

বাতি

CC BY 4.0 · Potnis Family / potnis.org

পাতা খ, আমার ছায়া বদলে গেল

প্রতিটি মেয়ের জন্য একটি কপি

নাম: _____ তারিখ: _____

পরে। একটি জিনিস বদলাও। আলোর কাছে আনো, বা ঘুরিয়ে দাও। একটিই। নতুন ছায়ার ধার ধরে আঁকো।
এই পাতাটি পাতা ক-র পাশে রেখে দুটিই দেখো।

একটি জিনিস বদলানোর পরে

পাতা ক-র পাশে রাখলে এই ছায়াটি। তোমার দলনেত্রী এই শব্দগুলি পড়ে শোনাবেন। একটিতে চিহ্ন দাও।

☐

বড়

☐

ছোট

☐

সমান

আমি বদলেছি:

আরও সময় আছে? করে দেখার আগে বলো কী হবে, তারপর করে দেখে পিছনে আঁকো।

আমার মনে হয় এটি হবে _____

CC BY 4.0 · Potnis Family / potnis.org

কী কী ছাপবেন

- একবার, নিজের জন্য: পৃষ্ঠা 1, সেশন পাতা।
- প্রতিটি মেয়ের জন্য একটি কপি: পৃষ্ঠা 2 (পাতা ক) ও পৃষ্ঠা 3 (পাতা খ)। অর্থাৎ প্রতিটি মেয়ের জন্য 2 পৃষ্ঠা।
- আপনার দরকার নেই: পৃষ্ঠা 4 থেকে 11, নির্দেশিকা ও উত্তর। এটি ছাড়াই সেশন চলে।

নির্দেশিকা, ছায়া আর আকার

দল 4 থেকে 30 · SDG 4, 5 · বাংলা সংস্করণ · প্রকাশিত · AI translation from English master, Machine translation; English master by Nameet Potnis

এই সংস্করণ সম্পর্কে। এই সংস্করণটি ইংরেজি প্যাক থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে। এতে ভুল থাকতে পারে। কিছু ঠিক করা দরকার মনে হলে, বা অন্যভাবে বলা দরকার মনে হলে hello@potnis.org-এ লিখুন — আমরা তা ঠিক করে দেব।

About this edition. This edition was translated from the English pack with AI. It may contain mistakes. Write to hello@potnis.org if something should be fixed or said differently — we will update it.

ঘরে ঢোকান আগে

- যে ঘণ্টায় সেশনটি চালাবেন, সেই ঘণ্টাতেই আলো দেখে নিন। কাজের আলো না থাকলে অন্য একটি প্যাক চালান।
- একটি জানলা বা একটি বাতিতে বারো জনের মতো হয়। বেশি হলে আলোটিকে একটি থামার জায়গা করে চালান, একবারে দুটি জোড়া।
- দুটি ছবির মাঝখানে একটিই জিনিস বদলান।
- বাতি থাকবে আপনার পিছনে, তার নিচে গুঁজে দেওয়া, আর কোনও মেয়ে সেটি নাড়াবে না। দিনের আলো বেশি নিরাপদ।

এটি একবার ঘরে বসে পড়ে নিন। ঘরের ভিতরে আপনার শুধু সেশন পাতাটিই লাগবে। এখানে "আপনি" মানে যিনি সেশনটি চালাচ্ছেন: একজন শিক্ষিকা, একজন স্বেচ্ছাসেবী, বা বড় কোনও দিদি।

এটি কাদের জন্য

- **4 থেকে 7 বছরের জন্য।** যে মেয়েরা ছায়া দেখেছে, কিন্তু কখনও ইচ্ছে করে একটি ছায়ার দিকে তাকাতে বলা হয়নি।
- **দেখা ও বুঝে নেওয়া।** "দেখি আর ভাবি"-র মতো নয়: ওখানে সে দেখতে দেখতে জিনিসটি নিজে থেকে বদলায়, এখানে সে ইচ্ছে করে একটি জিনিস বদলায়।
- **দলের আকার।** 4 থেকে 30 জন মেয়ে, জোড়ায় জোড়ায়। প্রায় 20-র বেশি হলে 60 মিনিটের সংস্করণ চালান, কারণ প্রতিটি জোড়ার এমন একটি জায়গা দরকার যেখান থেকে আলো দেখা যায়, আর ঘরে

যতটুকু আলো আছে তার চেয়ে বেশি আপনি বানাতে পারবেন না।

- **এক ঘরে আলাদা আলাদা স্তর।** কাজটি সবার জন্য একই: একটি ছায়া বানাও, সেটি আঁকো, একটি জিনিস বদলাও, আবার আঁকো। যে মেয়ে এখনও লিখতে পারে না, সে তার দুটি পাতায় দুটি দাগ বসায় আর তফাতটি জোরে বলে। যে মেয়ে তৈরি, সে কী বদলেছে লেখে, তারপর করে দেখার আগেই পরেরটি আন্ডাজ করে। কাউকে আলাদা পাতা দেওয়া হয় না।

আপনার যা লাগবে

- প্রতিটি মেয়ের একটি শিক্ষার্থীর পাতা, বা সাদা কাগজ
- প্রতিটি মেয়ের একটি পেনসিল, বা দুজনে একটি
- ঘরে ইতিমধ্যেই আছে এমন একটি আলো: রোদ পড়া একটি জানলা, একটি খোলা দরজা, বা আগে থেকেই আছে আর আগে থেকেই জ্বলছে এমন একটি বাতি
- প্রতিটি জোড়ার জন্য আলোয় দাঁড় করানোর মতো একটি জিনিস: একটি পেনসিল, ভাঁজ করা কাগজের ফালি, একটি চিরুনি, একটি পাতা, একটি চাবি, বা তার নিজের হাত
- **বিনামূল্যে আর ঐচ্ছিক:** কাগজ চেপে রাখার জন্য একটি পাথর বা একটি বই, আর মেঝে অসুবিধার হলে ছায়া ধরার জন্য একটি দেওয়াল, একটি দরজা বা একটি কাপড়
- **এখানে কিছুতেই টাকা লাগে না, আর কিছু বসাতে বা আনতে হয় না।**

সেশনের আগে আলো দেখে নিন, আর যে ঘণ্টায় সেশনটি চলে সেই ঘণ্টাতেই। রোদ সরে যায়। দশটায় যে জানলা শক্ত একটি ছায়া ফেলেছিল, তিনটেয় সেটি হয়তো কিছুই ফেলে না। দিন যদি ফ্যাকাশে আর মেঘলা হয় আর কোনও বাতিও না থাকে, তবে সেশনটি একটি দরজার সামনে চালান: দেওয়ালের ফাঁকটিই একটি আলোর উৎস, আর তাতে ধরা একটি হাত একটি ধার ফেলবে। সত্যিই যদি কাজের কোনও আলো না থাকে, তবে এটিই সেই একটি প্যাক যা চলবে না — আর এটি অন্ধকারে চালানোর চেয়ে অন্য একটি প্যাক চালানোই ভালো।

সেশনটি এভাবে সাজানো কেন

প্রথম ছায়াটি আপনি বানাবেন, তারা নয়। নিজে আলোয় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করুন ওই কালো আকারটি কী। ঘরের প্রতিটি মেয়েই ছায়া দেখেছে। প্রায় কাউকেই কখনও একটি ছায়া বুঝিয়ে বলতে বলা হয়নি। আগে জিজ্ঞাসা করা, তারপর বাক্যটি বলা — তাতে সে ভাবনাটির সঙ্গে এমনভাবে দেখা করে যেন সে এটি প্রায় জানতই।

একটি বাক্য, একবার বলা, তারপর ছেড়ে দেওয়া। "কোনও কিছু আলো আটকালে সেখানেই ছায়া হয়।" এর উপর আর কিছু গড়বেন না, পরীক্ষা করবেন না, আর কাউকে সেটি ফিরিয়ে বলতে বলবেন না। বাকিটা আঁকাই শেখায়।

ধার ধরে আঁকো, ছায়াটি আঁকো না। মনে করে একটি ছায়া আঁকলে এটি আঁকার ক্লাস হয়ে যায়, আর যে মেয়ে ভাবে সে আঁকতে পারে না, সে থেমে যাবে। সত্যিকারের একটি ছায়ার ধার ধরে আঁকা মানে ছাপ নেওয়া, আর সেটি প্রতিটি মেয়েই পারে। শেষে যে দাগটি তার হাতে থাকে, সেটি একটি ছবি নয়, একটি প্রমাণ — আর সেটি তার।

একজন ধরে, একজন আঁকে, তারপর বদল। দুটি হাতে এটি একা হয় না। ধরাটিই কঠিন কাজ, আর সেটিকে একটি কাজ বলে নাম দেওয়া দরকার — কারণ নইলে ওখানেই সাহসী মেয়েটি পেনসিল তুলে নিয়ে দুটিই করে ফেলত।

একটি জিনিস বদলাও। দুটি নয়। জিনিসটি আলোর কাছে আনলে ছায়া বড় হয়; ঘুরিয়ে দিলে ছায়ার আকার আলাদা হয়। কোনও মেয়ে একসঙ্গে দুটিই করলে তার হাতে একটি আলাদা ছায়া থাকে আর কোন বদলে সেটি হল তার কোনও ধারণা থাকে না। এটিই প্যাকের পুরো পদ্ধতি, আর আলো নিয়ে যে কোনও তথ্যের চেয়ে এর দাম বেশি।

দুটি ঘর ইচ্ছে করেই একই মাপের। মিলিয়ে দেখাটাই আসল কথা, তাই প্রথম ছায়া আর দ্বিতীয়টি একই জায়গা পায়, আর সে দেখার সময় দুটি পাতা বেঞ্চে পাশাপাশি পড়ে থাকে। যে মেয়ে একসঙ্গে দুটিই দেখতে পায়, সে "কী আলাদা" প্রশ্নের উত্তর আঙুল দেখিয়েই দিতে পারে — আর একটি ঘর অন্যটির চেয়ে বড় হলে সেটি তার হয়ে উত্তরটি দিয়ে দিত, ভুলভাবে।

কেউ গোল দেওয়ার আগে তিনটি শব্দ জোরে পড়ুন। বড়, ছোট, সমান। যে মেয়ে ওগুলি পড়তে পারে না, পড়তে না পারার জন্য তাকে উত্তরের বাইরে রাখা চলবে না। বলুন, ক্রমে প্রতিটি দেখান, তারপর ঘর বেছে নিক।

আন্দাজ আসে শেষে, শুরুতে নয়। একটি জিনিস বদলে কী হল সেটি একবার দেখে ফেলার পর, করে দেখার আগে জিজ্ঞাসা করুন পরেরবার কী হবে। যে মেয়ে ইতিমধ্যেই একটি ফল দেখেছে, তার আন্দাজ একটি সত্যিকারের আন্দাজ। যে কিছুই দেখেনি, তার আন্দাজ অচেনা কারও নিয়ম নিয়ে একটি অনুমান।

সবাইকে নিয়ে চলা

যে মেয়ে এখনও পড়তে বা বেশি লিখতে পারে না। এই সেশনের কিছুতেই তার পড়া বা লেখার দরকার নেই। সে নিজের হাতে একটি ছায়া বানায় আর তার ধার ধরে আঁকে, যেটি অন্য সবার মতোই একই কাজ, একই মানে। তার পাতার দুটি ঘরে শব্দ নয়, দাগ বসে। পাতা খ-র তিনটি শব্দ জোরে পড়ুন, বলার সময় প্রতিটি দেখান, আর সে যেটি বোঝাতে চায় তাতে গোল দিক। কী বদলেছে, এই দাগটির জন্য সে বলে আর আপনি তার পাতায় তার কথাগুলিই লেখুন, গুছিয়ে না নিয়ে। সে কথা বলতে না চাইলে হাত দিয়ে দেখাতে পারে সে কী নাড়িয়েছে, আর আপনি সেটি লিখে দেন। সে সবার মতোই একই দুটি পাতায় একই দুটি ছবি নিয়ে শেষ করে, আর আপনি সেটি জোরে বলে দেন।

যে মেয়ে দেরিতে আসে। একটি জোড়ার সঙ্গে বসিয়ে তিনজনের দল করুন, আর তার হাতে একটি পাতা আর একটি জিনিস দিন। এক বাক্যে কাজটি বলুন: "একটি ছায়া বানাও, তার ধার ধরে আঁকো, তারপর একটি জিনিস বদলে আবার আঁকো।" তার দরকারি কিছুই বাদ যাবেনি, কারণ প্রতিটি ধাপ নিজের পায়ে দাঁড়ানো আর প্রথম ছায়াটি সেশনের যে কোনও মিনিটেই বানানো যায়। ঘরটিকে পিছিয়ে আনবেন না, আর কেন দেরি হল জিজ্ঞাসা করবেন না।

ঘরে ছেলেরা থাকলে। তারা একই কাজ আর একই পাতা করে। সেশনটি মেয়েদের দিকে থাকতে দুটি জিনিস লক্ষ্য করুন: জিনিসটি কে ধরে আছে, আর পেনসিলটি কে ধরে আছে। কোনও জোড়ায় সাহসী একটি বাচ্চা যদি দুটি কাজই নিয়ে নিয়ে থাকে, পেনসিলটি অন্য বাচ্চার হাতে দিন আর সাহসীজনকে ধরার কাজটি দিন, যেটি

কঠিনটি। শেষের রাউন্ডে একবার বলা একটি নিয়ম সবার উপর খাটান: যারা একবার বলতে চায় তাদের সবার বলা না হওয়া পর্যন্ত কেউ দ্বিতীয়বার বলবে না।

ভুল হয়ে গেলে

ছায়া স্থির থাকতেই চায় না। জিনিসটি ধরা হাতটি নড়ছে, যেটি ঘটার সময় কেউ খেয়াল করে না, আর পেনসিল হাতে মেয়েটি এমন একটি ধারের পিছনে ছুটতে থাকে যেটি আগেই সরে গেছে। ধরা মেয়েটিকে কবজি রাখার মতো কিছু দিন: একটি বেঞ্চের ধার, একটি বই, তার অন্য হাত, একটি দেওয়াল। তাতেও না থিতু হলে বাচ্চাটিকে নয়, কাজটিকে বদলান: জিনিসটি কাগজে চ্যাপটা করে রেখে একটু হেলিয়ে দিন, যাতে একটি দিক পাতার উপরেই থাকে। একটু ভুল হওয়া একটি দাগও প্রমাণ। নিখুঁত একটির পিছনে ছুটলে দ্বিতীয় ছবিটির জন্য দরকারি মিনিটগুলি নষ্ট হয়।

ঘরের অর্ধেক ভালো আলো আর অর্ধেক কিছুই নেই। একটি সত্যিকারের ঘর সাধারণত এরকমই, আর এটি সেশনের দোষ নয়। দলটিকে ভাগ্যবান আর অভাগা দুই অর্ধেক ভেঙে আলাদা কাজ দেবেন না। বদলে আলোটিকে একটি থামার জায়গা করে চালান: একবারে দুটি জোড়া জানলায়, আর বাকিরা ওই মিনিটগুলিতে একটি দাগ শেষ করে, একটি ছবির নাম লেখে, বা পাশের জনের জন্য জিনিসটি ধরে। সবাই আলোয় নিজের পালা পায়, কেউ হাতে কিছু না নিয়ে অপেক্ষা করে না, আর সেশনটি মাঝখানে একটু লম্বা চলে। 30 মিনিটের সংস্করণে সেশনের আগেই ঠিক করে নিন কোন একটি আলো ব্যবহার করবেন, আর তিন মিনিট থেকেই সেখানে লাইন করান।

বদলে নেওয়া

আপনার ঘরের মেয়েরা যা চিনবে, সেই জিনিস দিয়ে বদলে নিন — সেশন তাতেও একই থাকে। লাইসেন্স তো সেই জন্যই।

- জিনিসটি: একটি পেনসিল, একটি চিরুনি, একটি পাতা, একটি চাবি, একটি চামচ, ভাঁজ করা কাগজের ফালি, বা তার নিজের হাত।
- যার উপর পড়বে: বেঞ্চে রাখা কাগজ, মেঝেতে রাখা কাগজ, দেওয়ালে আটকানো কাগজ, বা ঝাঁট দেওয়া একটুকরো মাটি যেখানে দাগটি আঁচড়ে নেওয়া হয়।
- আলো: একটি জানলা, একটি দরজা, আগেই জ্বলছে এমন একটি বাতি। কিনতে বা বয়ে আনতে হয় এমন কিছু কখনও নয়।
- ঘরের ভাষা: সেশনের মুখের পুরো অংশটি তাতেই চালান, তিনটি শব্দ সহ, আর লেখা বাংলা যদি আপনার শেখানোর অংশ হয় তবেই পাতায় সেগুলি বাংলায় নিয়ে আসুন।

ছোট বা বড় করে চালানো

30 মিনিট। 0 থেকে 3 আলো খোঁজা, 3 থেকে 11 ছায়া বানিয়ে তার চারপাশ আঁকা, 11 থেকে 19 একটি জিনিস বদলানো, 19 থেকে 26 দ্বিতীয়বার আঁকা, 26 থেকে 30 কী বদলাল বলা আর শেষ। মেয়েরা ধরা আর আঁকার কাজ বদল করে না, তাই প্রত্যেকে একটি দাগ আঁকে আর অন্যজনের জন্য ধরে, আর শেষের রাউন্ডটি গোটা

গোল না ঘুরে যারা চায় তাদের নেয়। একটি আলো আর বারো জনের বেশি দল হলে প্রতিটি জোড়াকে দুবার আলোয় আনতে পারবেন না। পারলে 45-এ চালান।

45 মিনিট। সেশন পাতায় থাকা ঘড়িটি।

60 মিনিট। 0 থেকে 6 আলো খোঁজা, 6 থেকে 20 ছায়া বানিয়ে তার চারপাশ আঁকা, 20 থেকে 34 একটি জিনিস বদলানো, 34 থেকে 48 দ্বিতীয়বার আঁকা, 48 থেকে 60 আরও একটি বদল আর শেষ। শেষ ভাগে প্রত্যেকে জোরে বলে দ্বিতীয় একটি বদলে কী হবে, সেটি পাতা খ-র নিচের আন্দাজের দাগে লেখে, তারপর বদলটি করে ওই পাতার পিছনে তৃতীয় একটি দাগ আঁকে। তৃতীয়বার করার আগে জোড়াগুলি পাশের জোড়ার সঙ্গে জিনিস বদল করে নেয়, যাতে আন্দাজটি নিয়ম নিয়ে হয়, চেনা একটি পেনসিল নিয়ে নয়।

শেষ করা, প্রতিটি সংস্করণেই। আলোয় একটি জিনিস তুলে ধরুন, তার ছায়াটি লুকিয়ে রেখে, আর দেখানোর আগে ঘরকে বলতে বলুন ছায়াটি কী আকারের হবে। তিনটি উত্তর নিন, ভুলগুলি সহ, শুধরে না দিয়ে, তারপর দেখান। ওখানেই শেষ করুন: আন্দাজটিই আপনি শেখাচ্ছেন, উত্তরটি নয়।

সেশন নিরাপদ রাখা

বাতি ব্যবহার করলে সেটি গরম হয় আর তার একটি তার আছে। সেটি আপনার পিছনে আর নাগালের বাইরে রাখুন, তারটি টেপ দিয়ে বা গুঁজে নিচে নামিয়ে দিন যাতে কেউ হুমড়ি না খায়, আর কোনও মেয়েকে কখনও সেটি নাড়াতে দেবেন না। একটি জানলা বা খোলা দরজার দিনের আলো বেশি নিরাপদ আর বিনামূল্যে। ছায়া ফেলার জন্য ছোট জিনিস ব্যবহার করলে কিছুই মুখে যাবে না। কিছু হাতে দেওয়ার আগে দেখে নিন সেটি বাচ্চার মুখে ঢুকবে না: বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে বানানো গোলের ভিতরে ঢুকে গেলে সেটি এই ঘরের জন্য বড্ড ছোট। বীজ, পুঁতি, পয়সা আর ছোট বোতলের মুখ বাদ। যা হাতে দিয়েছিলেন, শেষে সব গুনে ফিরিয়ে নিন।

CC BY 4.0 · Potnis Family / potnis.org. ইংরেজিতে লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন নমিত পটনিস (Nameet Potnis)। এই বাংলা সংস্করণটি ইংরেজি সংস্করণ থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনুবাদ; বাংলায় এটি এখনও কেউ পড়ে দেখেননি। নাম দিয়ে কপি করুন, ছাপুন, বদলে নিন, ভাগ করে নিন।

উত্তর ও পরিচালনার সংকেত

উত্তর আর কী বলবেন, ছায়া আর আকার

এই সংস্করণ সম্পর্কে। এই সংস্করণটি ইংরেজি প্যাক থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে। এতে ভুল থাকতে পারে। কিছু ঠিক করা দরকার মনে হলে, বা অন্যভাবে বলা দরকার মনে হলে hello@potnis.org-এ লিখুন — আমরা তা ঠিক করে দেব।

About this edition. This edition was translated from the English pack with AI. It may contain mistakes. Write to hello@potnis.org if something should be fixed or said differently — we will update it.

উত্তর

ছায়া নির্ভর করে ঘরের উপর, আলোর উপর আর প্রতিটি মেয়ের হাতে থাকা জিনিসের উপর, তাই উত্তরের কোনও পাতা নেই। পাকা উত্তর আর ভাগ্যের উত্তরের তফাত বলে দেয় এই চারটি পরীক্ষা, আর প্রতিটিতে একটি মেয়ের জন্য পাঁচ সেকেন্ডের মতো লাগে।

পরীক্ষা	পাকা উত্তর দেখতে এরকম
দাগটি সত্যিকারের ছায়া থেকে এসেছে	তার দাগ একটি ধার ধরে চলে, যে অংশগুলি পরিপাটি নয় সেগুলি সহ। মনে করে আঁকা ছবি এমন মসৃণ আর দুদিকে সমান হয়, যেমন সত্যিকারের ছায়া হয় না
একটি জিনিস বদলেছে, দুটি নয়	কী বদলেছে জিজ্ঞাসা করলে সে একটি জিনিসের নাম বলে আর দেখিয়ে দিতে পারে
ছবিটি সে যে শব্দে গোল দিয়েছে তার সঙ্গে মেলে	তার দ্বিতীয় দাগটি সত্যিই প্রথমটির চেয়ে বড়, বা ছোট, বা সমান
কেন হল, সেটি সে বলতে পারে	"আমি আলোর কাছে এনেছিলাম" — "এমনিই বড় হয়ে গেল"-র চেয়ে ভালো, আর দুটিই চুপ করে থাকার চেয়ে ভালো

একটি মেয়ে দুটি ভালো দাগ আঁকতে পারে আর তাও কেন সেগুলি আলাদা তা এখনও বলতে না পারতে পারে। এই বয়সে ওটি স্বাভাবিক। ছবিগুলিই প্রমাণ; বাক্যটি পরে আসে, কখনও পরের কোনও সেশনে।

পাতা ক। সত্যিকারের ছায়া থেকে আসা যে কোনও দাগই ঠিক, যত কাঁপাই হোক। জিনিসের দাগটি ঠিক যদি সে কী ধরেছিল তার নাম বলে বা দেখায়, আর একটি ছবি একটি শব্দের সমানই গোনা হয়। আলোর গোলটি ঠিক যদি ঘরের সঙ্গে মেলে। সে নিজের হাত ব্যবহার করে থাকলে "আমার হাত"-ই পুরো ঠিক উত্তর, আর কিছুই লাগে না।

পাতা খ। ঘরটি ঠিক যদি সেখানে ভেবে করা একটি বদলের পর সে নিজে বানানো একটি ছায়া দেখায়। দুটি পাতা পাশাপাশি রেখে পড়ার জন্যই বানানো, তাই কিছু বিচার করার আগে পাতা ক পাতা খ-র পাশে রাখুন: দুটি ঘর একই মাপের, তাই দাগগুলি সোজাসুজি মিলিয়ে দেখা যায়। বড়, ছোট বা সমান বিচার হয় তার নিজের দুটি ছবির

বিরুদ্ধে, পদার্থবিদ্যার বিরুদ্ধে নয়: তার দাগ যদি ছোট ছায়া দেখায় আর সে "ছোট"-এ গোল দিয়ে থাকে, সে ঠিক — আপনার মনে হলেও যে বদলটিতে বড় হওয়া উচিত ছিল। সে কী বদলেছে, সেটি ঠিক যদি একটি জিনিসের নাম বলে। "কাছে রেখেছিলাম" নিন, "ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম" নিন, আঁকা একটি তির নিন, আর সে লিখিয়ে নিতে চাইলে তার কথাগুলি তার হয়ে লিখে দিন। পাতার নিচের আন্দাজের দাগটি, আর তার পিছনের তৃতীয় দাগটি, 60 মিনিটের টান — আর 30 আর 45 মিনিটের সংস্করণে সেগুলি ফাঁকা থাকে।

একটি বদল বলতে কী বোঝায়। জিনিসটি আলোর কাছে আনা বা দূরে নেওয়া। ঘুরিয়ে দেওয়া। হেলিয়ে দেওয়া। চ্যাপটা করে না রেখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। কাগজটি দেওয়ালের কাছে আনা। এর যে কোনও একটিই একটি বদল। একসঙ্গে দুটি নয়, আর তার সমাধান আবার করে দেখা, ভুল ধরা নয়।

আপনি যা দেখতে পারেন

পাতায় যা আছে	এর পর কী দেবেন
পাতা ক হয়েছে, পাতা খ ফাঁকা	আসল কাজটি সে করে ফেলেছে। জোরে জিজ্ঞাসা করুন: "আরও কাছে আনলে কী হবে?" তাকে করে দেখতে দিন, পাতা খ-তে আঁকতে দিন, আর লেখাটি ছেড়ে দিন
দুটি দাগ প্রায় একই রকম দেখায়	কোন একটি জিনিস সে বদলেছিল জিজ্ঞাসা করুন। প্রায়ই সেটি ছোট একটি নড়াচড়া ছিল। তাকে একটি বড় বদল করতে বলুন: একেবারে আলোর গায়ে, বা পাশ করে চ্যাপটা
দুটি স্পষ্ট দাগ আর তার সঙ্গে মেলা একটি গোল করা শব্দ	করে দেখার আগেই পরেরটি আন্দাজ করতে বলুন, তারপর তার হাতে আলাদা একটি জিনিস দিন — যাতে আন্দাজটি নিয়ম নিয়ে হয়
পরিপাটি, দুদিকে সমান একটি ছবি, যেটি ছায়ার দাগ নয়	ছবিটি নিয়ে কিছুই বলবেন না। তার পাশে দাঁড়িয়ে জিনিসটি নিজে ধরুন, আর তাকে পেনসিলটি কালো ধারের উপর রেখে সেটি ধরে চলতে বলুন

ঝামেলার জায়গা

যা হয়	যা বলবেন বা করবেন
সে আঁকার সময় ছায়া নড়েই চলে	ধরা মেয়েটির কবজি একটি বেঞ্চ, একটি বই বা তার অন্য হাতের উপর রাখুন। তাতেও নড়লে জিনিসটি কাগজে চ্যাপটা রেখে হেলিয়ে দিন
সে বলে সে আঁকতে পারে না	"তুমি তো আঁকছ না। তুমি ধার ধরে যাচ্ছ।" কালো ধারের উপর আঙুল রেখে সেটি ধরে চলতে বলুন
একটি মেয়েই ধরে আর আঁকে, আর তার সঙ্গী দেখে	পেনসিলটি সঙ্গীর হাতে দিন আর প্রথম মেয়েটিকে ধরার কাজ দিন। বলুন ধরাটিই কঠিন কাজ, কারণ সেটিই কঠিন
সে যেখানে বসেছে, সেখানে কোনও ছায়াই নেই	তাকে সরান, সেশনটিকে নয়। একবারে দুটি জোড়া আলোয়, বাকিরা একটি দাগ শেষ করছে বা পাশের জনের জন্য ধরে আছে
সে একসঙ্গে দুটি জিনিস বদলে ফেলে আর কেন আলাদা দেখাচ্ছে বলতে পারে না	ভুল ধরবেন না। "যেমন ছিল তেমন করে রাখো। এখন শুধু একটি জিনিস বদলাও।" তাকে আবার করতে দিন
সে এমন একটি শব্দে গোল দেয় যা আপনার ভুল মনে হয়	আপনি যা আশা করেছিলেন তার দিকে নয়, তার দুটি পাতার দিকে তাকান। তার ছবির সঙ্গে মিললে সে ঠিক। না মিললে পাতা ক পাতা খ-র পাশে রেখে তাকে আবার দেখতে বলুন
সে জিজ্ঞাসা করে ছায়া কি জীবন্ত, বা তার ছায়া কি তার পিছু নেয়	সোজা আর ছোট উত্তর দিন: সে আলো আটকায় বলেই ওটি হয়, তাই সে যেখানে যায় ওটিও সেখানে যায়। তারপর কাগজে ফিরুন
সে জিজ্ঞাসা করে সে বিজ্ঞানে ভালো কি না	"তুমি একটি জিনিস বদলেছ আর বুঝে নিয়েছ তাতে কী হল। বিজ্ঞান মানে তো এটিই।" তারপর এগিয়ে যান

আপনি যা দেখেছেন সেটি বলুন, তার কী নেই সেটি কখনও নয়: "তোমার দ্বিতীয়টি অনেক বড়, তুমি কী করেছিলে?" — "তুমি ঠিকভাবে করোনি" নয়।

সেশনের পরে

পাতাগুলি রেখে দিন। পাতা ক আর পাতা খ পাশাপাশি রাখলে একটি আগে আর একটি পরে হয়ে যায়, আর পরের "দেখা আর বোঝার" সেশন শুরু হতে পারে "পাশের জনকে দেখাও তুমি কী বদলেছিলে" দিয়ে — এতে এক মিনিট লাগে আর প্রতিটি মেয়ের বলার মতো সত্যি কিছু থাকে।

আলো খারাপ ছিল আর ঘরের অর্ধেক লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলে ঘণ্টাটি লিখে রাখুন। একই ঘর অন্য ঘণ্টায় প্রায়ই আলাদা একটি ঘর, আর পরেরবারের আগে কথাটি জানা দরকার।